বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, খুলনা।

নং-১৪.৩৭.০০০০.২০১.২৬.০১৯.১৯. ৩২৭৬ তারিখ ঃ ১৭-১১-২০১৯ খ্রিঃ।

যানবাহন ক্রয়ের অগ্রিম ঋণ প্রদান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর আলোকে যানবাহন ক্রয়ের অগ্রিম ঋণ প্রদানের আবেদন পত্র জমা নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ঃ

০১। বাকেশিতে কর্মরত উপ-মহাব্যবস্থাপক বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাগণকে মোটর কার (সর্বনিম্ন ১৩০০ সিসি) ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ২০(বিশ) লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হবে।

০২। অন্যান্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মোটর সাইকেল(সর্বোচ্চ ১৫০ সিসি) ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ১.৫ (দেড়) লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হবে।

০৩। ক্রয়তব্য গাড়ী নতুন অথবা ক্রয়ের তারিখ হতে ০৬(ছয়) বছরের মধ্যে প্রস্তুতকৃত (অন-রেজিস্টার্ড) সেডান কার/সেলুন/স্টেশন ওয়াগন হতে হবে।

০৪। বর্ণিত অগ্রিম সুবিধা অধিকার হিসেবে দাবী করা যাবে না।

০৫। আবেদনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি স্থায়ী হতে হবে।

০৬। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিচার বিভাগীয় কিংবা বিভাগীয় কোন মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হলে অথবা কারো বিরুদ্ধে উক্তরূপ কোন মামলার কার্যক্রম চলমান থাকলে অগ্রিমের জন্য বিবেচিত হবেন না।

০৭। অগ্রিমের মঞ্জুরী আদেশ জারীর তারিখ হতে পিআরএল/অবসর শুরুর তারিখ পর্যন্ত ন্যূনতম ০১ (এক) বছর চাকরির মেয়াদ থাকতে হবে।

০৮। অনুমোদিত বাজেট সীমার মধ্যে গ্রেড-ভিত্তিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অগ্রিম মঞ্জুর করা হবে। তবে এক্ষেত্রে একই তারিখে একই পদে প্রাধিকার অর্জিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য হতে অবসর গমন বা পিআরএল নিকটবর্তীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

০৯। প্রেষণে/লিয়েনে/খন্ডকালীন/চুক্তিভিত্তিক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী এই অগ্রিম সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য হবেন না।

১০। ইতোপূর্বে গৃহীত বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম/গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সমন্বয়ের পর আবেদনকারীর কর্মকর্তা/কর্মচারীর পেনশন বা গ্রাচ্যুইটি হতে প্রস্তাবিত যানবাহন অগ্রিমের টাকা আদায় করা সম্ভব না হলে তিনি যানবাহন অগ্রিমের জন্য বিবেচিত হবেন না।

১১। কোন কর্মকর্তা তার সমগ্র চাকরিকালে ০১ (এক) বারের বেশি এ নীতিমালার অধীন কোন অগ্রিম গ্রহণ করতে পারবেন না।

১২। অগ্রিম গ্রহণে আগ্রহী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নির্ধারিত ফরমে বাকেশি ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে মোটর গাড়ী/মোটর সাইকেল ক্রয়ের আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে প্রতিষ্ঠিত কার/মোটর সাইকেল (প্রযোজ্য মতে) বিক্রেতা/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ০৩(তিন)টি কোটেশন দাখিল করতে হবে।

১৩। আবেদন গ্রহণযোগ্য হলে যানবাহন অগ্রিম মঞ্জুরকালে প্রত্যেক আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফরমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে কোম্পানীর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

১৪। চুক্তি সম্পাদনের অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অগ্রিম গ্রহণকারীকে মোটর গাড়ী/মোটর সাইকেল ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি (বন্দকী ফরম সহ) সম্পন্ন করতে হবে। মোটর গাড়ী/মোটর সাইকেল ক্রয়ের অব্যবহিত পরে ক্রয়ের সমর্থনে ক্যাশ মেমো, ব্লু-বুক, বীমা ডকুমেন্ট, রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স-টোকেন ইত্যাদির মূল কপি বাকেশির প্রশাসন বিভাগে দাখিল করতে হবে। পরবর্তীতে যাচাইয়ান্তে মূলকপি সংশ্লিষ্টদের ফেরত দেওয়া হবে। অগ্রিম গ্রহণের পর নির্ধারিত সময়ে মোটর গাড়ী/মোটর সাইকেল ক্রয়ে ব্যর্থতা এবং এতদসংশ্লিষ্ট মূল দলিলাদি প্রশাসন বিভাগে দাখিলে ব্যর্থ হলে অগ্রিম গ্রহীতাকে গৃহীত অগ্রিমের সমুদয় পরিমাণ টাকা এককালীন ফেরত দিতে হবে।

১৫। ক্রয়কৃত মোটর গাড়ী/মোটর সাইকেলের প্রকৃত মূল্য মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের চেয়ে কম হলে অবশিষ্ট টাকা ক্রয়ের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে কোম্পানীকে ফেরত দিতে হবে। তবে প্রকৃত মূল্য অগ্রিমের চেয়ে বেশী হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বহন করতে হবে।

১৬। ক্রয়কৃত মোটর গাড়ী/মোটর সাইকেলের রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও অন্যান্য খরচাদি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বহন করতে হবে এবং অগ্নি, চুরি, দূর্ঘটনাজনিত ক্ষতি ইত্যাদির জন্য ফার্স্ট পার্টি বীমা করতে হবে।

১৭। যানবাহন অগ্রিমের মঞ্জুরীকৃত অর্থ প্রাপ্তি এবং মোটর গাড়ী/মোটর সাইকেল ক্রয়ের পর কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নির্ধারিত ফরমে কোম্পানী বরাবরে সংশ্লিষ্ট মোটর গাড়ী/মোটর সাইকেলটি অগ্রিমের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হবে। অগ্রিমের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ স্বাপেক্ষে কোম্পানী উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে নির্ধরিত ফরমে বন্ধক অবমুক্ত বিষয়ে একটি প্রত্যায়ন পত্র প্রদান করবে।

১৮। বাকেশি'র বাজেট হতে ক্রয়কৃত মোটর গাড়ী/মোটর সাইকেলের জ্বালানী/রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ কোন খরচ দেয়া হবে না। মোটর গাড়ীর ড্রাইভারের জন্য কোন বেতন বা ভাতাদি দেওয়া হবে না। তবে ভবিষ্যতে বাকেশি'র পরিচালনা পর্ষদ এ বিষয়ে বিবেচনা করলে তা বিধিমতে প্রযোজ্য হবে।

১৯। মোটর গাড়ীর ক্ষেত্রে গৃহীত অগ্রিম সর্বোচ্চ সমান ৯৬ (ছিয়ানব্বই) মাসিক কিস্তিতে এবং মোটর সাইকেলের ক্ষেত্রে গৃহীত অগ্রিম সর্বোচ্চ সমান ৬০ (ষাট) মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে।

২০। গৃহীত অগ্রিমের উপর বার্ষিক শতকরা পাঁচভাগ (৫%) হারে সুদ প্রদেয় হবে।

২১। অগ্রিমের চেক ইস্যুর পরবর্তী মাসের বেতন হতে কর্তন শুরু হবে।

২২। মাসিক কিস্তির টাকা যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থতায় শতকরা পনের ভাগ (১৫%) হারে অতিরিক্ত টাকা প্রদেয় হবে।

২৩। অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় যে কোন সময়ে বা অবসরে যাওয়ার পূর্বে অপরিশোধিত সমুদয় অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে ইচ্ছুক হলে বাকেশি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে আবেদন করে তা জমা প্রদান করতে পারবেন।

২৪। কর্মরত এবং পিআরএল সময়ে সমুদয় কিস্তির টাকা আদায় করা সম্ভব না হলে অগ্রিম বাবদ গৃহীত অপরিশোধিত অর্থ নিম্নরূপভাবে আদায় করা হবে ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর গ্রাচ্যুইটি হতে এককালীন আদায় করা হবে। গ্রাচ্যুইটি হতে আদায়ের পরেও বকেয়া থাকলে অগ্রিমের অপরিশোধিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর অন্যান্য পাওনা হতে কর্তন করা হবে।

(খ) ক্রমিক নং (ক) অনুযায়ী পাওনা হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে অগ্রিমের অপরিশোধিত অর্থ বন্ধকী গাড়ী বিক্রয়পূর্বক সমন্বয় করা হবে অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজস্ব সঞ্চয় হতে অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধ করবেন।

(গ) ক্রমিক নং (ক) ও (খ) এর মাধ্যমে আদায়ের পরও অগ্রিমের টাকা অপরিশোধিত থাকলে বাকেশি তা আদায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঘ) অগ্রিম গ্রহীতার মৃত্যু হলে এবং দূর্ঘটনা অথবা মানসিক কারণে পঙ্গু/প্রতিবন্ধী হয়ে চাকরি হতে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর গ্রাচ্যুইটি হতে অগ্রিমের টাকা আদায় করতে হবে। তাঁর গ্রাচুইটি হতে অগ্রিমের টাকা আদায়ের পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে অন্যান্য পাওনা হতে কর্তন করা হবে।

(ঙ) ক্রমিক নং (ঘ) তে যাহাই বলা হোক না কেন মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর উত্তরাধিকারী কিংবা পংঙ্গু/প্রতিবন্ধী হয়ে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে বাকেশি'র পরিচালনা পর্ষদ অপরিশোধিত অগ্রিম মওকুফের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

২৫। অগ্রিমের অর্থে ক্রয়কৃত মোটর কার/মোটর সাইকেল অগ্রিম পরিশোধের পূর্বে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাকেশি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের) অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

২৬। বিক্রয় মূল্য হতে বাকেশি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে চেক / পে অর্ডারের মাধ্যমে বকেয়া অগ্রিম জমা প্রদানের শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া যাবে। বিক্রয়ের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অপরিশোধিত অর্থ এককালিন জমা দিতে হবে।

২৭। যদি কোন অগ্রিম গ্রহণকারী ক্রমিক নং-২৬ অনুযায়ী অপরিশোধিত অর্থ জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হয় তা হলে অপরিশোধিত অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে সুদ আদায় করা হবে।

২৮। অগ্রিম অর্থে ক্রয়কৃত মোটর কার/মোটর সাইকেল দূর্ঘটনায় বিনষ্ট কিংবা চুরি হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অগ্রিম গ্রহীতাকে কিস্তির টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করতে হবে অন্যথায় অপরিশোধিত কিস্তির উপর শতকরা ১৫(পনের) টাকা হারে সুদ আদায় করা হবে।

২৯। মোটর কার/মোটর সাইকেলের জন্য গৃহীত সমুদয় অগ্রিমের কিস্তি পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ক্রয়কৃত মোটর কার/মোটর সাইকেলের মালিক হবেন।

৩০ "বাকেশি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যানবাহন ক্রয়ের অগ্রীম নীতিমালা-২০১৯" অনুসরণে কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ঋণ প্রস্তাব পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রদান করা হবে।

আগামী ০৫-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র প্রশাসন বিভাগের কর্মচারী শাখায় দাখিল করতে হবে।

২৭/১১/২০১৯

(শরীফ বদিউজ্জামান)
উপ-মহাব্যবস্থাপক(প্রশাসন)।

অনুলিপি ঃ

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
২। সকল বিভাগীয় প্রধান।
৩। ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)।
৪। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাকেশি কর্মচারী ইউনিয়ন।
৫। বাকেশি সিটি অফিস, নীলক্ষেত, ঢাকা।
৬। হিসাব (বিল) শাখা।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।
৮। বিজ্ঞপ্তি ফলক।